

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

150466 - মানত করছে যে, সে তার বোনদের সাথে কথা বলবে না

প্রশ্ন

আমার বোনদের সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি রগে গিয়ে বলছি যে: আমি যদি তাদের কারো সাথে কথা বলি তাহলে আমার উপর এক মাস রোযা রাখা আবশ্যিক। কিন্তু, কিছুদিন যাওয়ার পর আমার ও তাদের মাঝে যা ছিল তা চলে গেলে এবং এরপর আমি তাদের সাথে কথা বলি ফলেছি। যহেতু আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারছি না। তারা আমার বোনরো। এমতাবস্থায় আমার উপর কি ঐ একমাসের রোযা রাখা আবশ্যিক হবে; যে মাসটি আমি নির্ধারণ করিনি। আমি কি ভেঙে ভেঙে রোযাগুলো রাখতে পারব; নাকি লাগাতরভাবে রাখতে হবে? যহেতু আমি মক্কায় থাকি; মক্কায় আবহাওয়া উষ্ণ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদু লিল্লাহ।

যমেনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে বাস্তবতা যদি সে রকমই হয়ে থাকে তাহলে এ মানতটি কোন নকে মানত নয়। বরং এটি রাগ ও ক্রোধের মানত। এ মানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে—বোনদের সাথে কথা বলা থেকে নিজেকে বরিত রাখা। সুতরাং এ মানত শপথের পরায়ভুক্ত। অতএব, আপনার উপর শপথ ভঙের কাফফারা আবশ্যিক। আপনাকে রোযা রাখতে হবে না। বরং এটি রাগ ও ক্রোধজনিত মানতের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরণের মানতের হুকুম শপথ ভঙের হুকুমই।

সুতরাং আপনার উপর আবশ্যিক হল—দশজন মসিকীনকে খাবার খাওয়ানো কিংবা দশজন মসিকীনকে পোশাক দেওয়া কিংবা একজন দাস মুক্ত করা। এটাই হচ্ছে—শপথ ভঙের কাফফারা। যদি আপনি দশজন মসিকীনকে দুপুরের বা রাতের খাবার খাওয়ান কিংবা তাদেরকে প্রত্যেকে করে অর্ধ স্বা করে দেশীয় খাদ্য দিয়ে দেন সটাই যথেষ্ট। কিংবা তাদেরকে পোশাক দিলেও যথেষ্ট।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে: অমুকের সাথে কথা বললে আমার উপর হজ্জ আদায় করা আবশ্যিক। কিংবা বলে যে, তার উপর এটা ওটা আবশ্যিক অমুকের সাথে কথা বললে। এসব ক্ষেত্রে তার উপর শপথ ভঙের কাফফারা আবশ্যিক। কেননা এটা ক্রোধ ও রাগের মানত। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—নজিকে ঐ জনিসি থেকে বরিত রাখা। [সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মাননীয় শাইখ বনি বায (রহঃ)

ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (৪/১৯৭৮)]